দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 26 NOV 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

07

ভুয়া সার্টিফিকেটে ৬ বছর মাদ্রাসায় শিক্ষকতার ঘটনা ফাঁস

লালমনিরহাট, ২৫ নভেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।-জামায়াতে ইসলামী লালমনিরহাট জেলা শাখার আমীর কর্তৃক জাল সার্টিফিকেট দ্বারা দীর্ঘ ৬ বছর যাবত মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করে প্রচুর সরকারী টাকা আত্মসাতের চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গেছে। জানা গেছে, জেলার কালীগঞ্জ থানার কাশীরাম একরামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা শামসুল হক কামিল পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে পাসের একটি জাল সার্টিফিকেটের মাধ্যমে ১৯৮৮ সাল থেকে শিক্ষকতা করে আসছেন। উক্ত শামসুল হক বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী লালমনিরহাট জেলা শাখার আমীর।

এক অভিযোগের প্রেক্ষিতে মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি কালীগঞ্জ থানার নির্বাহী কর্মকর্তা তদন্ত শেষে এক রিপোর্টে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডকে অবহিত করলে শিক্ষা বোর্ডের নিয়ন্ত্রক গত ৫/১০/৯৪ তারিখে স্মারক নং পরি-৪৮৪ তে উক্ত মাওলানা শামসুল হকের সার্টিফিকেটটি (নং ৯৬৭ সি-২৭ রোল-৩০২১), সন ১৯৮৮ কামিল দ্বিতীয় শ্রেণী উত্তীর্ণ) জাল বলে জানান। উল্লেখ করা যেতে পারে, এক অভিযোগের প্রেক্ষিতে গত ২২/৬/৯৪ তারিখে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক ১০২৪৩/৩ স্মারক বলে উক্ত শামসুল হকের সরকারী অনুদান বন্ধ করেন। উক্ত আদেশে ৫ মাস অনুদান বন্ধ থাকে। কিন্তু রীতিমতো রহস্যজনক কারণে একই কর্তৃপক্ষ ১৬৪৯৩ নং স্মারকে (তাং ৩০/১০/৯৪) তাকে পুনরায় বেতন প্রদানের আদেশ দিলে গত ২/১১/৯৪ তারিখে উক্ত মাওলানা ৯ হাজার ৭শ' ৭৫ টাকা ব্যাংক থেকে তোলেন। মাদ্রাসা বোর্ডের পত্রটি বিলম্বে আসার ব্যাপারটিও রহস্যজনক।

এ ঘটনার পর লালমনিরহাট জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে।